ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৩১৮
আগরতলা, ১৮ অক্টোবর, ২০২৫

**আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে**
**চতুর্থ কিডনি প্রতিস্থাপিত হওয়া রোগীর শারীরিক অবস্থা সন্তোষজনক**

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপনেরপরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই চার জনের কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছায় চিকিৎসাক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নতির ফলে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা এখন রাজ্যেই সম্ভব হচ্ছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩ বছর বয়সী জনৈক যুবকের কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। এই যুবকের কিডনি দাতা ছিলেন ৪৫ বছর বয়সী যুবকটির মা।এই যুবক কিডনি প্রতিস্থাপনের পর বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং তিনি গতকাল জিপিপি হাসপাতালে ফলো আপে আসেন। তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসকরা দেখেন তার শারীরিক অবস্থা সন্তোষজনক। তাদেরকে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।এরপর আনুষঙ্গিক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নেতৃত্বে গঠিত একটি টিম সফলভাবে উক্ত কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।মণিপুরের শিজা হাসপাতাল এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হওয়া এই কিডনি প্রতিস্থাপন টিমে ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ মানস গোপ, ডাঃ সমরেশ পাল, ডাঃ উদয়ন সাহা, ডাঃ রেশমী দাস এবং শিজা হাসপাতালের পক্ষে ছিলেন কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট ও ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন ডাঃ সমরেন্দ্র পাওনাম, ডাঃ মহারাবাম মাহালে। এছাড়াও উক্ত প্রক্রিয়ায় ছিলেন জিবিপি হাসপাতালের কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট ডাঃ মুকুট দেবনাথ, ডাঃ বিজিত লোধ, ডাঃ জীবন দেবনাথ এবং অ্যানেস্থেশিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ কাজল জি মোমিন, ডাঃ গায়ত্রী এস পিল্লাই, ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ রঞ্জিত রিয়াং, ডাঃ তপন দেববর্মা। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ওটি নার্স, ফ্লোর নার্স এবং ওটি টেকনিশিয়ানরা এই কিডনি প্রতিস্থাপনে অংশগ্রহণ করেন। ট্রান্সপ্লান্ট কো-অর্ডিনেটর ছিলেন হিমাদ্রি কর এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটির সুপারভিশনে ছিলেন সিনিয়র ইনচার্জ নার্সিং অফিসার তপতী চক্রবর্তী। এই প্রতিস্থাপনের পর রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল এবং রোগীর ক্রিয়েটিনিন লেভেল বাড়ার কারণে প্লাজমা ফেরোসিস প্রয়োগ করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে ক্রিয়েটিনিন লেভেল স্বাভাবিক হওয়ায় ১৭ দিন পর গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রোগীকে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। ছুটির সময় রোগীর ক্রিয়েটিনিন লেভেল ছিল মাত্র ০.৯ এমজি/ডিএল।বর্তমানে কিডনি দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক আছে।উল্লেখ্য,এই কিডনি প্রতিস্থাপনটি আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে বিনামূল্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। রোগী ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

******